Sanatan Dharma

যেকোনো পুজোয় কেন ঘট অপরিহার্য ???--ঘটস্থাপন

ছোটবেলা থেকে অনেকের মনে প্রশ্ন হতে পারে,যেকোনো পুজোয় ঘট কেন ব্যবহার করা হয়? দুর্গা পুজা, লক্ষ্মী পুজা, সরস্বতী পুজা , মনসা পুজা প্রায় সব পুজায় দেখা যায় যে প্রতিমা থাকুক আর না থাকুক ঘট থাকবেই।

যে কোন পূজার সময় ঘট স্থাপন করতে হয়। ঘট কোন দেবী বা দেবতার প্রতিমা নয়। ঘট ভগবানের নিরাকার অবস্থার প্রতীক। হিন্দুরা পূজার সময় যেমন ভগবানের সাকার স্বরূপ কে পূজা করে তেমনি নিরাকার স্বরূপকেও পূজা করেন। তাই ঘট স্থাপন প্রতি পূজাতে একান্ত আবশ্যক। ঘট স্থাপন ছাড়া পূজা অসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রায় সব পূজায় ঘট লাগে।

যারা পুজোর কাজের সাথে জড়িত আমরা জানি ঘটের মধ্যে অনেক উপাদান ব্যবহার হয়। যেমন- পঞ্চশস্য, পঞ্ছগুড়ি,পঞ্চপল্লব,পঞ্চরত্ন,
জল,মাটি,নারকিলে,গামছা,কান্ডকাঠি ইত্যাদি।

আজকে আমরা এসব উপাদানগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে জানব।

ঘট আমাদের দেহের প্রতিরূপ.....

*****পুজোর সময় পঞ্চগুড়ি দিয়ে পিঠি তৈরি করা হয় ।
_____এই পঞ্ছগুড়ি_পঞ্চমহাভুত (অর্থাৎ ক্ষিতি , অপ , তেজ , মরুৎ , ব্যোম) এর প্রতিক।

এই পঞ্চমহাভুত এর উপর মৃত্তিকা দিয়ে পিঠি তৈরি করা হয়।
*****মৃত্তিকা বেদীর উপর পঞ্চশস্য দেয়া হয়।
_____এই পঞ্চশস্য আমাদের পঞ্চবৃত্তি (কাম,ক্রোধ , লোভ, মোহ ও মাৎসর্য) এর প্রতীক ।
এর ওপর ঘট উপস্থাপন করা হয় ।
ঘট আমাদের দেহের প্রতিক। আধ্যাত্মিক ভাষায় দেহকে দেহঘটও বলা হয়।
****
ঋগ্বেদী ঘটস্থাপন:

ভূমিতে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে, - ওঁ উর্ব্বী সদ্মনী বৃহতি ঋতেন হুবে দেবোনামবসা জনিত্রী। দধাতে যে অমৃতং সুপ্রতীকে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভাৎ।।

ধান্যে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে, - ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপুপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ।
ঘটে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে, - ওঁ এতানি ভদ্রা কলশ ক্রিয়াম্ কুরু শ্রবণ দেবতো মঘানি। দান ইদ্বো মঘবানঃ সো অস্ত্বয়ং চ সোমো হৃদি যং বিভির্ম্মি।
জল স্পর্শ করিয়া পড়িবে, - ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুনস্য ঋতসদন্যসি। বরুনস্য ঋতসদনমসি। বরুনস্য ঋতসদনমাসীদ।।
ফলে হস্ত দিয়া পাঠ করিবে, - ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুস্পা যাশ্চ পুস্পিণীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।।

স্থরিীকরণ, - ওঁ স্থরিো ভব বীড্বঙ্গ, আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নঃে পুরীষবাহনঃ।।
পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া - ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি ইত্যাদি পাঠ করবে।

****

সুলক্ষণ ঘটে ধান্য, দুর্ব্বা, পুস্প; সিন্দুর ও চন্দনাদি দিয়া পাঠ করবিে।

ভূমি - ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দবোন্ ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।।

ঘটে ওঁ আজঘ্রি কলশং মহ্যা ত্বা বশিন্ত্বিন্দবঃ। পুনরূর্জ্জা নবির্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মা বশিতাদ্রয়িঃ।

জলে - ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণ স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ বরুণস্য ঋতসদন্যসি। বরুনস্য ঋতসদনমাসীদ।

পল্লব - ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়মে, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়মে। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদশিো জয়মে।।

ফল - ওঁ যাঃ ফলিনীর্ষা অফলা অপুস্পা যাশ্চ পুস্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ।।

সিন্দুর - ওঁ সিন্ধোরবি প্রাধ্বনে শুঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃি পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃি পিন্বমানঃ।।

দূর্ব্বা - ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্রররোহন্তি পুরুষঃ পরুষঃ পরি এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।।

পুস্প - ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুম্ম ইষাণ, সর্ব্ব লোকং ম ইষান।।

গন্ধ - ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামহিোপহ্বয়ে শ্রিয়িম্।।

বস্ত্র - ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়োন্, ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যা মনসা দেবয়ন্তঃ।।
স্থরিীকরণ - ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবেসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবেগণৈঃ সহ।।

স্থাং স্থীং স্থরিো ভব বড়িব
ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব।
সুষদস্ত্বমগ্নঃে পূরীষবাহন।

অনন্তর গায়ত্রী পাঠ করবিে।

কোন কোন কার্য্যে ঘটের চারদিকে কাণ্ড চতুষ্টয় আরোপণের (তীভ পোঁতার) বিধি আছে এবং তাহাতে লালরঙ্গের সূতা বেষ্টন করে হয়।

কাণ্ড আরোপণের মন্ত্র - ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্রররোহন্তী পুরুষঃ পরুষঃ পরি এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

****

তান্ত্রিক ঘটস্থাপন:

ঘট শুদ্ধির জন্য "ক্লীং" এই মন্ত্রে জলদ্বারা ঘটে প্রোক্ষণ করিবে, "ঐং" মন্ত্রে ঘট শোধন করিবে। "হ্রীং মন্ত্রে ঘটস্থাপন করিয়া 'হ্রীং' মন্ত্রে ঘট জলপূর্ণ করিবে। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তীর্থন্যাস করিবে। যথা -

ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ। হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পূণ্যাঃ স্বর্গপাতালভূগতাঃ। সর্ব্বতীর্থানি পূণ্যানি ঘটে কুর্ব্বন্তু সন্নিধিম্।।

তৎপরে "শ্রীং" মন্ত্রে পল্লব দিবে "হূং" মন্ত্রে ফলদান করিবে, "স্ত্রীং" মন্ত্রে স্থিরীকরণ করিয়া "রং" মন্ত্রে সিন্দুর দিয়া "যং" মন্ত্রে পুস্প দিবে। তদনন্তর দেবতার মূলমন্ত্রে দুর্ব্বা দিয়া "ওঁ" মন্ত্রে অভ্যূক্ষণ করতঃ "হূং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন করিবে।

*******ঘটের ভিতের পঞ্চরত্ন দেয়া হয়।
_____পঞ্চরত্ন হল এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বা) প্রতিক।

********এর পর ঘটে জল ঢেলে পূর্ণ করা হয়।
_____ জল হল দেহের রস বা রক্ত।

*******ঘটে এবার পঞ্চপল্লব দেয়া হয়।
_____এই পঞ্চপল্লব এই পঞ্চবায়ু (পান, অপান, উদ্যান, সমান , ব্যান)এর প্রতিক ।

******এর উপর ডাব বা নারিকেল দেয়া হয়। আমরা জানি নারিকেল এ আমাদের মুখের মত চোখ, মুখ ,নাক দেখা যায়।

_____সেই কারনে নারিকেল আমদের মুখমন্ডলের প্রতিরূপ।

মস্তক থাকলে তাতে আচ্ছাদন দেতে হয়। তাই নারিকেল এর উপর গামছা বা বস্ত্র দেয়া হয়।

এই হল আমাদের দেহের প্রতিরূপ।

---আর কান্ডকাঠি হল চারবেদের প্রতিক।